চবির উপাচার্য ও প্রক্টরের পদত্যাগ দাবি শিক্ষার্থীদের

চট্টগ্রাম ব্যুরো
০৭ আগস্ট ২০২৪, ১২:০০ এএম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবু তাহের এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. অহিদুল আলমের পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ এবং হলগুলোতে বিভাগভিত্তিক আসন বরাদ্দ দেওয়ারও দাবি জানান তারা। গতকাল মঙ্গলবার গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিজয় মিছিল ও সমাবেশ থেকে এসব দাবি জানান চবির বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষককেও অংশ নিতে দেখা যায়।

মিছিলে শিক্ষার্থীরা ‘পদত্যাগ চাই পদত্যাগ চাই’, ‘উপাচার্য-প্রক্টরের পদত্যাগ

চাই’, ‘হই হই রই রই, ছাত্রলীগ গেলি কই’, ‘হই হই রই রই, সন্ত্রাসীরা গেলি কই’ ইত্যাদি সেøাগান দিতে দেখা যায়।

চবির বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ইব্রাহিম হোসেন রনি বলেন, আমাদের এক দফা বাস্তবায়ন হয়েছে। কিন্তু ৯ দফা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। যতক্ষণ পর্যন্ত ৯ দফা বাস্তবায়ন হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই। আমাদের হলগুলো খুলে দিতে হবে। আমাদের দেশ স্বাধীন হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ নম্বর গেট এখনো স্বাধীন হয়নি। ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতাকর্মীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপরে হামলা করছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর মাথা ফাটিয়ে দেয় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা আমাদের নিরাপত্তার পাশাপাশি পড়াশোনার সুষ্ঠু পরিবেশ চাই। এজন্য অনতিবিলম্বে চবি উপাচার্য ও প্রক্টরকে পদত্যাগ করতে হবে।

আরেক সমন্বয়ক বিজয় সিতা বলেন, আমরা অনেক আন্দোলনের পর স্বাধীনতা পেয়েছি। আমাদের এই স্বাধীনতা ধরে রাখতে হবে। আপনারা জানেন, আমাদের দেশে একের পর এক কর্তৃত্ববাদী সরকার ক্ষমতায় আসে এবং আমাদের সব মৌলিক অধিকার ক্ষুণœ করে। আমাদের

বাকস্বাধীনতা হরণ করে। আমরা এমনটি আর হতে দেব না। আমরা ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ চাই। আর দ্রুতই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকসু নির্বাচন দিতে হবে, হলগুলোতে আসন বরাদ্দ দিতে হবে। এ ছাড়া সব ছাত্রসংগঠনের লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্ররাজনীতি চালু করতে হবে।

দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোজাম্মেল হক বলেন, আমি কাঁদছি। এত রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এই গু-া বাহিনী আমাদের ছাত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমার ওপরেও হামলা করেছিল সন্ত্রাসীরা। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছি। এই নির্লজ্জ উপাচার্য আমাকে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। এমন উপাচার্য আমরা চাই না।

আরও খবর থেকে আরও পড়ুন